নবীদের দোয়া সিরিজ-৫

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

হযরত ইউনুস (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭, ৮৮

১. সে (ইউনুস) অন্ধকার (মাছের পেট) থেকে আমাদের ডেকে বলেছিল: (প্রভু) তুমি ছাড়া কোনো উদ্ধারকারি নেই।

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي
الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

এবং স্মরণ করো যুন-নুন-আর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল আমি তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিব না। অতঃপর সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিল: 'তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।' (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাহাকে উধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং এইভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করিয়া থাকি। (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৮)

হযরত শুয়াইব (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা আল-আরাফ ৭:৮৯

২. হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ও আমাদের ক ওমের মাঝে হকভাবে ফায়সালা করে দাও।

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ
مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾

'তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়ায় আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানে রয়েছে, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিও শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। (সূরা আল-আরাফ ৭:৮৯)

হযরত আইয়ুব (আ:) এর দোয়া

সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩

৩. প্রভু!আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সব দয়াময়ের বড়ো দয়াময়।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾

এবং স্মরণ করো আইউবের কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা সোয়াদ ৩৮:৪১

৪. (প্রভু!) শয়তান আমাকে যন্ত্রনা আর কষ্টে ফেলেছে ।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ
وَّعَذَابٍ ۗ ﴿٤١﴾

স্মরণ করো, আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে ।' (সূরা সোয়াদ ৩৮:৪১)

হযরত ইউসুফ (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা ইউসুফ ১২:৩৩,৩৪

৫. (প্রভু!) তুমি যদি এদের (মহিলাদের খারাপ কাজ করার) ছলোনা-চক্রান্ত আমার থেকে সরিয়ে না নাও, তবে তো আমি এদের ছলনার ফাঁদে ফেঁসে যাব আর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো জাহিলদের ।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ
كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾

ইউসুফ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগন আমাকে যাহার প্রতি আহবান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয় । আপনি যদি উহাদের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব । (সূরা ইউসুফ ১২:৩৩)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٣٣﴾

অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং উহাদের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ ১২:৩৪)

<u>পবিত্র কোরআনে বর্ণিত:</u> <u>সূরা ইউসুফ ১২:১০১</u>

৬. (প্রভু!) তোমার প্রতি আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) হিসেবে আমাকে মৃত্যু দান করো, আর আমাকে সাথী বানিয়ে দাও সালেহ লোকদের।

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমি ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা ইউসুফ ১২:১০১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

হযরত লুত (আ:) এর দোয়া

সূরা আনকাবুত ২৯:২৮ থেকে ৩০

৭. হে আমার প্রভু! ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ٘ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾

স্মরণ করো লুতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। (সূরা আনকাবুত ২৯:২৮)

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ
نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا
بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾

তোমরাই তো পুরুষে উপগত হইতেছ, তোমরাই তো রাহাজানি করিয়া থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, 'আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর-যদি তুমি সত্যবাদী হও। (সূরা আনকাবুত ২৯:২৯)

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۰﴾ ع

**সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।
(সূরা আনকাবুত ২৯:৩০)**

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে বর্ণিত:</u> <u>সূরা আস-শোয়ারা ২৬:১৬৮,১৬৯</u>

৮. আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে তাদের কর্মকান্ড (পুরুষে পুরুষে যিনা) থেকে রক্ষা কর।

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

লুত বলিল, 'আমি তো তোমাদের এই কর্মকে ঘৃনা করি। (সূরা আস-শোয়ারা ২৬:১৬৮)

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, উহারা যাহা করে, তাহা হইতে রক্ষা কর। (সূরা আস-শোয়ারা ২৬:১৬৯)

<u>হযরত সালেহ (আ:) এর দোয়া</u>

<u>পবিত্র কোরআনে বর্ণিত:</u> <u>সূরা আল মুমিনুন ২৩:৩৯</u>

৯. আমাকে সাহায্য কর তারা আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

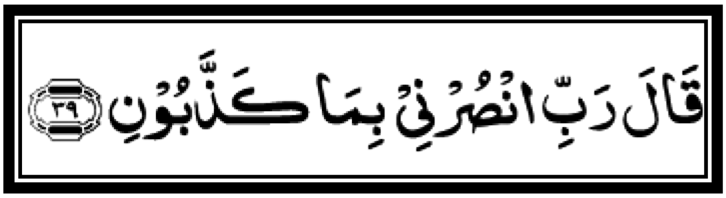
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।' (সূরা আল-মুমিনুন ২৩:৩৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

হযরত আদম (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা আল-আরাফ ৭:২৩

১০. আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের দোয়া না করো, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়বো।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

তাহারা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব। (সূরা আল-আরাফ ৭:২৩)

নবী-রাসূলগণ সামান্য ত্রুটি করলেও সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাথনা করতেন এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়ে যেতেন। আসুন, আমরা কুরআন ও হাদীস বুঝে বুঝে পড়ি। বারবার পড়ি, হৃদয়ঙ্গম করি এবং সে মোতাবেক নিজে আমল করি এবং অন্যদেরকে আমল করতে আহবান করি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/